স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সখ্যা	কারিগরি প্রকল্পে সখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন – সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০১ টি	০১ টি	০০ টি	০০ টি	০১ টি	০০ টি	২০০%	০০ টি	৫১%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০১ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৪৭৩৯২.৪৬	জুলাই ২০১১ গতে জুন ২০১৮

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে র আওতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের scope সংশোধনকারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই এর বাস্তবায়ন ব্যয় ও মেয়াদ দুইই পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	
পরিদর্শনকালে হাসপাতালে প্রায় ৭(সাত) শতাধিক রোগী ভর্তি আছে বলে জানা যায়। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না বলে হাসপাতালের পরিচালক জানান।	হাসপাতাল ও কলেজের শয্যা ও সীট সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন, নিয়োগ ও পদায়নের বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
হাসপাতাল ও কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানেই জনবলের সংকট রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠান দু'টির প্রধানগণ জানান।	
একাধিক এক্স-রে মেশিন থাকলেও জনবলের অভাবে চালু রাখা যাচ্ছে না বলে হাসপাতালের পরিচালক জানান।	যে সকল যন্ত্রের আবর্তক ব্যয় বেশি সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি অনুযায়ী আবর্তক ব্যয়ের সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সচল রেখে সেবা প্রদানের বিষয়ট নিশ্চিত করতে হবে;
এমআরআইসহ বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত্রপাতির আবর্তক ব্যয় অনেক বেশী। এজন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রয়োজন বলে	

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
হাসপাতালের পরিচালক জানান। অপর্যাপ্ত আবর্তক ব্যয়ের অভাবে হিলিয়াম গ্যাস রিফিল করা এবং উক্ত কক্ষের এসি মেরামত করা যাচ্ছে না বলে জানানো হয়। ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ওপির আওতায় হাসপাতালের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান থাকতে দেখা গেছে। উক্ত কাজে বাঁশ-কাঠের সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে যা ঝুঁকিপূর্ণ।	
কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন মাপের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বসাকুল্যে ৪-৫টি ইউনিটে কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ বরাদ্দ গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট ইউনিটসমূহের বরাদ্দ হয়নি। ভবনসমূহ নির্মাণের পূর্বে এগুলোর ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হয়নি।	কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের পূর্বে এগুলোর ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে;
প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ১০ মাস পর পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৩ মাসের মধ্য পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।	ভবিষ্যতে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৩ মাসের মধ্য পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ নিশ্চিত করবে।

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

২। প্রকল্পের অবস্থান : পশ্চিম খাবাশপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩১৪৮১.৫০	৪৭৪৭৬.২০	৪৭৩৯২.৪৬	১/৭/১১-৩০/১২/১৩	০১/০৭/১১-৩০/১২/১৮	০১/০৭/১১-৩০/৬/১৮	১৫৯১০.৯৬ (৫১%)	৫ বছর (২০০%)

৬। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে)(লক্ষ টাকায়):

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		প্রকৃত ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (-/+)'র কারণ
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	(ক) রাজস্ব ব্যয়:						
১	কর্মকর্তাদের বেতন		-	-	-	-	-
২	কর্মচারীদের বেতন		-	-	-	-	-
৩	ভাতাদি		-	-	-	-	-
৪	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস		-		-		-
	ভ্রমন ব্যয়		-	২.০০	-	১.৪০	-০.৬০
	সিডি ভ্যাট		-	৪০.০০	-	-	-৪০.০০
	অন্যান্য কর (রেন্ট,রেট এবং ট্যাক্সেস		-	১.০০	-	-	-১.০০
	পোষ্টেজ		-	১.৫০	-	১.০০	-০.৫০
	টেলিফোন/ টেলিগ্রাফ/ টেলিপ্রন্টার		-	২.০০	-	০.৮৭	-১.১৩
	ট্যালেক্স/ফ্যাক্স		-	১.০০	-	-	-১.০০
	গ্যাস ও জ্বালানী		-	২.০০	-	২.০০	-
	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		-	৩.১২	-	৩.১২	-
	ইনসিউরেন্স		-	১.৫০	-	-	-১.৫০
	স্ট্যাশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প		-	৫.০০	-	৫.০০	-
	প্রচারও প্রচারনা		-	২.০০	-	১.২৯	-০.৭১
	এমএসআর		-	৩০.০০	-	৩০.০০	-
	ডায়েট		-	১০০.০০	-	৯৪.৫৫	-৫.৪৫
	সম্মানী		-	২.০০	-	১.৩৫	-০.৬৫
	কম্পিউটার কনজিউমেবল		-	৩.০০	-	২.৫০	-০.৫০
	অন্যান্য ব্যয়		-	৫.০০	-	৫.০০	-
	উপ-মোট (ক):			২০১.১২		১৪৮.০৮	-৫৩.০৪

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		প্রকৃত ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (-/+)'র কারণ
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	(খ) মূলধন ব্যয়:						-
৬	যানবাহন (জীপ-১টি, এ্যাম্বুলেন্স-১টি ও মাইক্রোবাস-১টি)	সংখ্যা	৩.০০	১০৯.৯৭	৩.০০	১০৯.৯৭	-
৭	মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম		-	২২,৪৬০.৭৭	-	২২,৪৬০.১৪	-০.৬৩
৮	ফার্নিচার এন্ড ফিক্সারস্		-	১,০৮৮.৫৯	-	১,০৮৮.৫২	-০.০৭
৯	টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি		-	৩০.০০	-	-	-৩০.০০
১০	জমি অধিগ্রহণ	একর	২.৭৫	৪১৩.০০	২.৭৫	৪১৩.০০	-
১১	অবকাঠামো নির্মাণ		-	২৩,১৭২.৭৫	-	২৩,১৭২.৭৫	-
	উপ-মোট (খ):			৪৭,২৭৫.০৮		৪৭,২৪৪.৩৮	-৩০.৭০
	মোট (ক+খ):			৪৭,৪৭৬.২০		৪৭,৩৯২.৪৬	-৮৩.৭৪

তথ্য সূত্র: পিসিআর ও প্রকল্প অফিসের তথ্য অনুযায়ী (সাপ্লাই সার্ভিসেস এর সকল উপখাতের নাম ও ব্যয় লিখতে হবে)

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৮.১ প্রকল্পের পটভূমি:

দেশে মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে সরকার ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষনা প্রদান করে এবং উক্ত বছর হতে প্রতিটি মেডিকেল কলেজে ৫০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত ৫টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ একটি। ফরিদপুরের Medical Assistant Training School (MATS) এর কার্যক্রম বন্ধ করে উক্ত স্থানে মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৯৪ সাল হতে শুরু হওয়া ২৫০ শয্যার হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু ২০০৮-০৯ বছরে MATS এর কার্যক্রম পূণরায় শুরু হলে মেডিকেল কলেজের জন্য পৃথক একাডেমিক ভবন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা ইত্যাদির অভাব প্রকট হয়। এছাড়া ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সংখ্যা ১০০ করায় ২৫০ বিশিষ্ট হাসপাতালের শয্যা সংখ্যাও বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। এসকল বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১১ সালে ফরিদপুরে মেডিকেল লেজ এবং ৫০০শয্যাবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(ক) ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ।

(খ) রোগী সাধারণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান।

(গ) রোগী ও মেডিকেল ছাত্র ছাত্রীদের আনুপাতিক হার বজায় রাখার জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা ।

(ঘ) চিকিৎসা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ।

(ঙ) ডাক্তার , নার্স , মেডিল টেকনোলজিষ্ট , অন্যান্য ষ্টাফদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮.৩ প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ;
- হাসপাতাল ভবন নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজ ভবনের সম্প্রসারণ;
- মেডিকেল কলেজের ছাত্র;ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ-
- মেডিকেল কলেজের ছাত্র;ছাত্রীদের অডিটরিয়াম নির্মাণ-
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষককর্মচারীদের-কর্মকর্তা- জন্য আবাসন সুবিধা নির্মাণ;

- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য ভৌত অবাকাঠামো নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ;
- হাসপাতালের রোগীদের জন্য পথ্য সরবরাহএবং ;
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য/গাড়ি সংগ্রহ।

৮.৪ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:

	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
মূল	০৩/০৫/২০১১	একনেক
১ম মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে)	জানুয়ারি ২০১৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২য় মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে)	জানযারি ২০১৫	পরিকল্পনা কমিশন
১ম সংশোধিত	২৮ জুন ২০১৬	একনেক
৩য় মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে)	জুন ২০১৭	পরিকল্পনা কমিশন
৪র্থ মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে)	জানুয়ারি ২০১৮	পরিকল্পনা কমিশন

৯। ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: ক্রয় সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্ট-ক, পরিশিষ্ট-খ ও পরিশিষ্ট-গ এ দেখা যেতে পারে।

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

<u>পরিদর্শনকালে গৃহিত কিছু স্থিরচিত্র:</u>



স্থিরচিত্র-১: নির্মিত মেডিকেল কলেজ ভবন



স্থিরচিত্র-১: অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন চলমান



স্থিরচিত্র-১: নির্মিত হাসপাতাল ভবন (ওপির আওতায় উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ চলমান)



স্থিরচিত্র-১:সংগৃহীত এমআরআই মেশিন



স্থিরচিত্র-১: নির্মিত মসজিদ ভবন



স্থিরচিত্র-১: সংগৃহীত সিটিস্ক্যান মেশিন



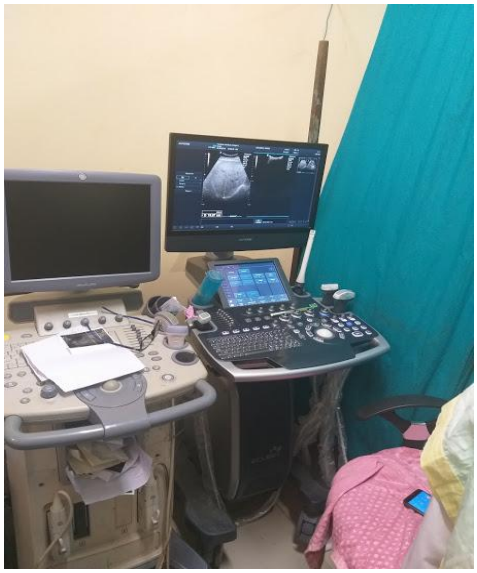
স্থিরচিত্র-১: নির্মিত মেডিকেল কলেজ ভবন



স্থিরচিত্র-১: সংগৃহীত এক্স-রে মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্র



স্থিরচিত্র-১: নির্মিত মেডিকেল কলেজ ভবন



স্থিরচিত্র-১: সংগৃহীত আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন



স্থিরচিত্র-১: নির্মিত আবাসিক ভবনসমূহ



স্থিরচিত্র-১: সংগৃহীত এক্স-রে মেশিন



স্থিরচিত্র ১৮ ও ১৯: প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ



স্থিরচিত্র-১: নির্মিত আবাসিক ভবনসমূহ

১১। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যঃ গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষন নিম্নরূপ :

ক) নির্মাণ কাজ: সম্পন্ন হয়েছ।

খ) যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি : ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। দৈবচয়নভিত্তিতে যন্ত্রপাতিসমূহের ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এ সময় যন্ত্রপাতিসমূহ সচল ও ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমআরআই মেশিনের গ্যাস কমে যাওয়ায় তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না বলে জানান হয়।

গ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি: সংগৃহীত যন্ত্রপাতির উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও সংরক্ষনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) যানবাহন সংক্রান্ত তথ্যাদি: জীপ ০১ (এক)টি , এ্যাম্বুলেন্স ০১ (এক) টি ও মাইক্রোবাস ০১(এক) টি ।

ঙ) FAPAD অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি: প্রকল্প সাহায্য না থাকায় ফাপাডের অডিট পরিচালত হয় নাই।

চ) প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি: প্রযোজ্য নয়।

ছ) ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি: প্রকল্পের আওতায় ২একর ৭৫. ভুমি ৪.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অধিগ্রহণ/ক্রয় করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির শুরু হতে সমাপ্তি পর্যন্ত সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থানকৃত ৪৭৪৭৬.২০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৭৩৯২.৪৬ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	মূল ডিপিপি সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপি সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অবমুক্ত	মোট ব্যয়	সমর্পণকৃত অর্থ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২০১১-২০১২	৭৬৯৩.৮৭	১১৮১.৭৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০	১১৮১.৭৪	১১৮.২৬
২০১২-২০১৩	১৪৩৩৭.০৯	৩৯৫৮.৩৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৫৮.৩৭	৪১.৬৩
২০১৩-২০১৪	৯৪৫০.৫৪	৪০১৫.০৫	৪০১৬.০০	৪০১৬.০০	৪০১৫,০৫	.৯৫
২০১৪-২০১৫	-----	৯৪৯২.১৪	১০০০০	১০০০০	৯৪৯২.১৪	৫০৭.৮৬
২০১৫-২০১৬	------	৯২০০.০০	১০৯২৬.৭৪	১০৯২৬.৭৪	১০৬৪৭.৭৫	২৭৮.৯৯
২০১৬-২০১৭		১৯৬২৮.৯০	১৮১৮১.১৩	১৮১৮১.১৩	১৬২৯৭.৪১	১৮৮৩.৭২
২০১৭-২০১৮		-----	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	-
মোট:	৩১৪৮১.৫০	৪৭৪৭৬.২০	৫০২২৩.৮৭	৫০২২৩.৮৭	৪৭৩৯২.৪৬	২৮৩১.৪১

তথ্য সূত্র: পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবি	হইতে	পর্যন্ত
০১।	ডাঃ আ. স .ম জাহাঙ্গীর চৌধুরী প্রকল্প পরিচালক ও অধ্যক্ষ ,ফরিদপুর মেডিকেল কলজ	০১/০৭/২০১১	১৩/০৮/২০১২
০২।	ডাঃ এ, বি, এম শামছুল আলম প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	১৪/০৮/২০১২	৩০/১২/২০১৩
০৩।	ডাঃ মোঃ ওমর ফারুক খান প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায় , ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	০১/০১/২০১৪	৩১/১২/২০১৪
০৪।	ডাঃ গনপতি বিশ্বাস প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	৩১/১২/২০১৪	২৮/০১/২০১৬
০৫।	ডাঃ আবুল কালাম মোঃ আজাদ প্রকল্প পচিালক ও পরিচালক ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	২৮/০১/২০১৬	২১/০৪/২০১৮
০৬।	অধ্যাপক ডাঃ কামদা প্রসাদ সাহা প্রকল্প পচিালক ও পরিচালক ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।	২১/০৪/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে অর্জিত ফলাফল নিম্নরূপ:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
১	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ।	১	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে।
২	রোগী সাধারণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান।	২	রোগী সাধারণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে
৩	রোগী ও মেডিকেল ছাত্র ছাত্রীদের আনুপাতিক হার বজায় রাখার জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	৩	রোগী ও মেডিকেল ছাত্র ছাত্রীদের আনুপাতিক হার বজায় রাখার জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২৫০ হতে ৫০০-তে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ওপির আওতায় শয্যা সংখ্যা ৭৫০-তে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪	চিকিৎসা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা	৪	চিকিৎসা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা [illegible]
৫	ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট, অন্যান্য ষ্টাফদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।	৫	ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট, অন্যান্য ষ্টাফদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৫। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ: পিসিআর ও প্রকল্প পরিদর্শনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬। পরিদর্শনকালে চিহ্নিত সমস্যা:

১৬.১ পরিদর্শনকালে হাসপাতালে প্রায় ৭(সাত) শতাধিক রোগী ভর্তি আছে বলে জানা যায়। প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যাচ্ছে না বলে হাসপাতালের পরিচালক জানান।

১৬.২ একাধিক এক্স-রে মেশিন থাকলেও জনবলের অভাবে চালু রাখা যাচ্ছে না বলে হাসপাতালের পরিচালক জানান।

১৬.৩ এমআরআইসহ বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত্রপাতির আবর্তক ব্যয় অনে বেশী। এজন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রয়োজন বলে হাসপাতালের পরিচালক জানান। অপর্যাপ্ত আবর্তক ব্যয়ের অভাবে হিলিয়াম গ্যাস রিফিল করা এবং উক্ত কক্ষের এসি মেরামত করা যাচ্ছে না বলে জানানো হয়।

১৬.৪ ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ওপির আওতায় হাসপাতালের উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান থাকতে দেখা গেছে। উক্ত কাজে বাঁশ-কাঠের সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে যা ঝুঁকিপূর্ণ।

১৬.৫ হাসপাতাল ও কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানেই জনবলের সংকট রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠান দু'টির প্রধানগণ জানান।

১৬.৬ কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন মাপের আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বসাকুল্যে ৪-৫টি ইউনিটে কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ বরাদ্দ গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্ট ইউনিটসমূহের বরাদ্দ হয়নি। ভবনসমূহ নির্মাণের পূর্বে এগুলোর ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হয়নি।

১৬.৬ প্রকল্পটি জুন ২০১৮ এ সমাপ্ত হওয়ার প্রায় ১০মাস পর পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৩ মাসের মধ্য পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

১৭। সুপারিশ:

ক) হাসপাতাল ও কলেজের শয্যা ও সীট সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজন, নিয়োগ ও পদায়নের বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ) যে সকল যন্ত্রের আবর্তক ব্যয় বেশি সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি অনুযায়ী আবর্তক ব্যয়ের সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সচল রেখে সেবা প্রদানের বিষয়ট নিশ্চিত করতে হবে;

গ) কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবের পূর্বে এগুলোর ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে;

ঘ) ভবিষ্যতে সকল প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার ৩ মাসের মধ্য পিসিআর আইএমইডি-তে প্রেরণের বিষয়টি উদ্যোগী বিভাগ নিশ্চিত করবে।

ঙ) অনুচ্ছেদ ক) হতে ঘ) এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি'কে প্রতিবেদন জারীর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।